3rd SEM (H) Paper- CC-5 (H)

Short Questions and Answer

Q: M:- 2

1. Q:- বাংলার বিদ্রোহের তাৎপর্য:-

ANS:- ইলবারী তুর্কিদের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক প্রশাসক [illegible] বাংলার [illegible] তখন বাংলা বিদ্রোহ বিশেষ [illegible] চিহ্ন, এই থেকে সুলতানি সাম্রাজ্যে [illegible] আঞ্চলিক বাংলার [illegible] সূচনা হয়, উল্লেখ্য, সুলতানি [illegible] প্রশাসনিক ও [illegible], রাজ্য ও ধর্ম সংক্রান্ত, সার্বভৌম, সম্প্রসারণ [illegible] বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং সামন্ততান্ত্রিক [illegible] [illegible], [illegible] বাংলার বিদ্রোহ [illegible] ও বিকাশ ঘটিয়ে,

2 Q: বন্দেগান-ই-চাহালগান:-

সুলতান ইলতুৎমিশের রাজত্বকালে [illegible] ছেলে- উলুঘ খাঁ ও তার [illegible] যে [illegible] বাহিনী ইলতুৎমিশ গঠিত করেন, এই [illegible] চেহেলগানি নামে পরিচিত, এরা সুলতানি রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়। [illegible] ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর [illegible] [illegible] বিরোধের ফলে সুলতানের নিয়ন্ত্রণ [illegible] হয়,

3. Q:- আলাউদ্দিনের অর্থনৈতিক সংস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্য:-

ANS:- দিল্লিজয়ের অভিযান পূরণের জন্য এবং সাম্রাজ্যের প্রয়োজনে সুলতান বিশাল সেনাবাহিনী ও বিশাল [illegible] বাহিনী গঠন করেন। সেনাবাহিনীর ভরণ পোষণের ব্যয় মেটাতে রাজস্ব সংস্কারের প্রয়োজন হয়। এর মধ্যেই [illegible] কম মূল্যে [illegible] [illegible] নির্দিষ্ট বেতনের [illegible] প্রয়োজনে তিনি দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন।

4 Q:- দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রথমটি কাদের নিয়ে ছিল ?

ANS: প্রথম সংস্কার সুলতানের [illegible] [illegible] ছিল সাম্রাজ্যের মধ্যে [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্টকরণ, [illegible] [illegible] [illegible], নির্দিষ্ট মূল্যে পণ্য বিক্রয় এবং [illegible] সমস্ত দ্রব্যমূল্যের চাহিদা ও যোগানের [illegible] বিধিনিষেধ দিল।

5 Q:- সাহানা- ই- মান্ডি- টীকা লেখ:

ANS: সাহানা- ই- মান্ডি ছিলেন [illegible] [illegible] বাজারের নিয়ন্ত্রক, তাঁর কাজ ছিল [illegible] বাজারের [illegible], বাজারের [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] হতো, যে- [illegible] [illegible] [illegible] হতো এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ বিধি [illegible] [illegible] হতো,

Scanned with CamScanner

6: Q: দেওয়ান-ই-খয়রাত এবং দার-উল-শাফা কী?

ANS: 1351 সালে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের মৃত্যুর পর খুড়তুতো ভাই ফিরোজ শাহ তুঘলক (ফিরোজশাহ) দিল্লির সিংহাসনে বসেন। তিনি সুলতানদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনহিতৈষী ছিলেন। তিনি মুসলমানদের কল্যাণসাধনে বহুমুখী জনকল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার মধ্যে একটি হল দেওয়ান-ই-খয়রাত নামে একটি দপ্তর গঠন। দরিদ্র ও অসহায় মুসলমানদের কন্যার বিয়ের অর্থ সাহায্য দেওয়া।

দার-উল-শাফা হল একটি দাতব্য চিকিৎসালয়। এই চিকিৎসালয়ে দরিদ্র অসহায় মানুষদের বিনা পয়সায় চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়। সেখানে বিনে পয়সায় ওষুধপত্র খাবার দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

7: Q:- সুলতান আলাউদ্দিনের দাক্ষিণাত্য অভিযানের উদ্দেশ্য কি ছিল?

ANS:- সুলতানের এই অভিযানের মূল উদ্দেশ্য হল বিপুল ধনসম্পদ অধিকার করা। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির রাজনৈতিক আনুগত্য আদায় করা। এ ছাড়া সাম্রাজ্যের প্রতিরক্ষা খাতে খরচের জন্য দেওয়ানি অর্থ সংগ্রহ করাও তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল।

Uttam Chakraborty.
Faculty Member,
Deptt. of History
Narajole Raj College.